সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলগুলোতে আইসিটি প্রশিক্ষণ এবং অবকাঠামো স্থাপন কর্মসূচি

ICT Training and Infrastructure Program in Recently abolished Enclaves.

এক নজরে **কর্মসূচি পরিচিতি:**

নাম	সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলগুলোতে আইসিটি প্রশিক্ষণ এবং অবকাঠামো স্থাপন কর্মসূচি
বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
প্রশাসনিক বিভাগ	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
মন্ত্রনালয়	ডাক, টেলিযোগাযোগ এবং তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
প্রস্তাবিত কর্মসূচির বাস্তবায়নকাল	দুই বছর (জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২০) No cost Extension: ডিসেম্বর ২০২০
কর্মসূচির মোট ব্যয়	৮০৩.০৪ লক্ষ টাকা
কর্মসূচি এলাকা	১১১ টি সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহল

কর্মসূচির জনবল

ক্রম	নাম, পদবি ও অফিস	কর্মসূচির পদবি	মন্তব্য
০১	জনাব মোঃ ফিরোজ সরকার, উপ-পরিচালক (অর্থ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর	কর্মসূচি পরিচালক	অতিরিক্ত দায়িত্ব
০২	জনাব মোঃ দিদারুল কাদির নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার(পঃ ও উঃ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর	সহকারী কর্মসূচি পরিচালক	অতিরিক্ত দায়িত্ব
০৩	জনাব মোঃ মিলন হোসেন সহকারী প্রোগ্রামার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর	সহকারী প্রোগ্রামার	অতিরিক্ত দায়িত্ব

কর্মসূচির পটভূমি:

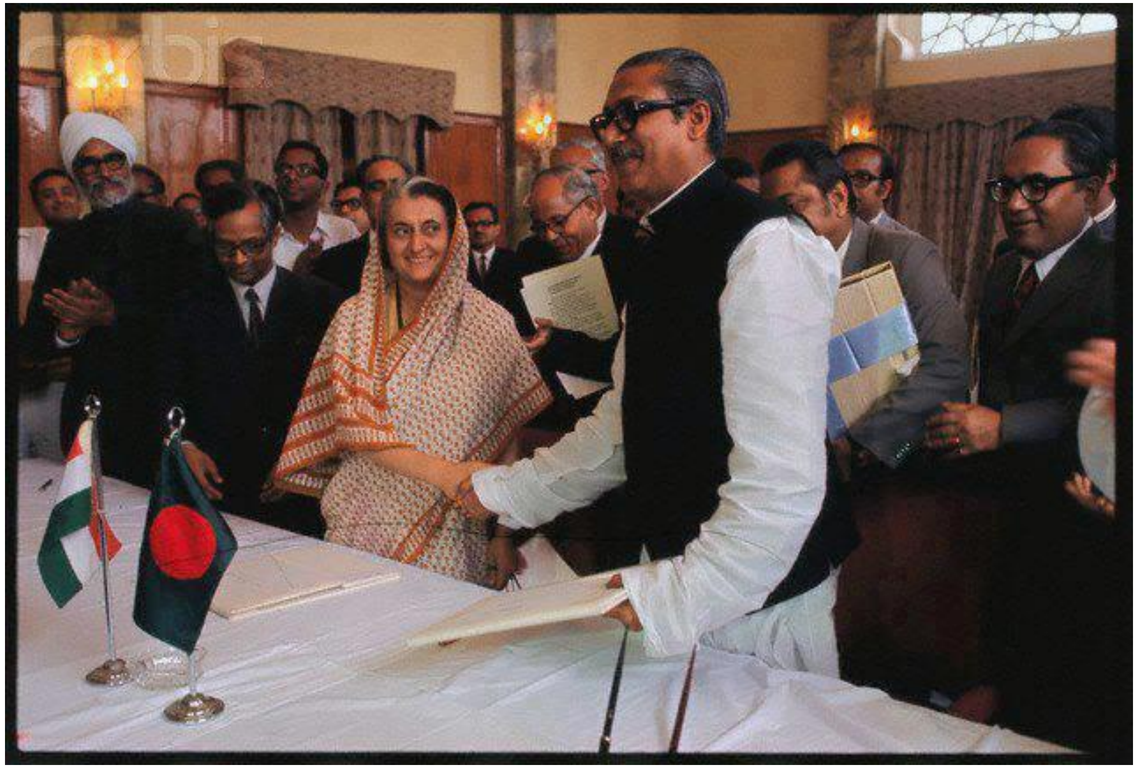

ঐতিহাসিক মুজিব-ইন্দিরা স্থল সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষর (১৬ মে, ১৯৭৪ খ্রি.)

কর্মসূচির পটভূমি:

মুজিব-ইন্দিরা স্থল সীমান্ত চুক্তির অনুসমর্থনের দলিল বিনিময় (০৬ জুন, ২০১৫ খ্রি.)

“সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলগুলোতে আইসিটি প্রশিক্ষণ এবং অবকাঠামো স্থাপন” শীর্ষক কর্মসূচি সম্পর্কিত তথ্য

কর্মসূচির নাম: “সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলগুলোতে আইসিটি প্রশিক্ষণ এবং অবকাঠামো স্থাপন” কর্মসূচি (ICT Training and Infrastructure Establishment Program in Recently Abolished Enclaves) (১ম সংশোধিত)

অর্থায়ন: জিওবি ৮০৩.০৪ লক্ষ টাকা।

বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৮ খ্রি. হতে ডিসেম্বর ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম এবং নীলফামারী জেলার সদ্য বিলুপ্ত ১১১টি ছিটমহলের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আইসিটি ইকো-সিস্টেমে সরাসরি সম্পৃক্তকরন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, সরকারি বিভিন্ন ই-সেবা গ্রহণ/ ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদির উদ্দেশ্যে “সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলগুলোতে আইসিটি প্রশিক্ষণ এবং অবকাঠামো স্থাপন “(ICT Training and Infrastructure Program in Recently abolished Enclaves)” শীর্ষক একটি কর্মসূচি গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। উক্ত কর্মসূচীর আওতায় ইতোমধ্যে সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলভূক্ত এলাকায় ০৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব প্রদান করা হয়েছে এবং ১২ দিনব্যাপী সুবিধবঞ্চিত ৯০০ জন তরুণ/তরুণীকে বেসিক (“Basic ICT Literacy”) এবং ৭৮ দিনব্যাপী ৩০০ জন তরুণ/তরুণীকে (“IT Support Technician (NTVQF- Level ১)” আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, এই কর্মসূচির আওতায় ছিটমহলভূক্ত এলাকায় নিয়মিত প্রশিক্ষণ আয়োজন, সাইবার ক্যাফে/ফ্রিল্যান্সিং সেন্টার তৈরী, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন ই-সেবা প্রদান ইত্যাদির নিমিত্ত পঞ্চগড় জেলার পঞ্চগড় সদর উপজেলায় মফিজার রহমান কলেজ মাঠ সংলগ্ন স্থানে একটি (০১) এবং কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় দাসিয়ারছড়া বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ সংলগ্ন স্থানে একটি (০১টি) সহ মোট দুইটি (০২) স্থানে অত্যাধুনিক আইসিটি যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ Digital Service Employment & Training Center (D-SET) স্থাপনের কার্যক্রম চলমান। উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগসমূহ এবং বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতাহারে লক্ষ্যমাত্রার উল্লেখযোগ্য বিষয় যেমন- আমার গ্রাম আমার শহর, তারুণ্যের শক্তি, মানসম্মত শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর নানামূখী উদ্যোগের অংশ হিসেবে স্থাপিতব্য ডিজিটাল সেন্টার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বর্তমানে সকল সিটি-কর্পোরেশন, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদে একটি করে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) রয়েছে। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার স্থাপিত হয়েছে পিপিপিপি (পাবলিক-প্রাইভেট-পিপলস পার্টনারশীপ) মডেলের উপর ভিত্তি করে। প্রতিটি ইউডিসিতে দু’জন করে স্থানীয় তরুন উদ্যোক্তা রয়েছে, যাদের মধ্যে একজন পুরুষ ও একজন নারী। স্থানীয় সরকার বিভাগের নেতৃত্বে এ উদ্যোক্তারাই ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার পরিচালনা করে থাকেন। ইউডিসি'র উল্লেখযোগ্য সরকারি সেবাসমূহ হলো: জমির পর্চা, জীবন বীমা, পল্লী বিদ্যুতের বিল পরিশোধ, সরকারি ফরম, পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল, অনলাইনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, অনলাইন জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, ভিজিএফ-ভিজিডি তালিকা, নাগরিক সনদ, নাগরিক আবেদন, কৃষি তথ্য, স্বাস্থ্য পরামর্শ প্রভৃতি। বেসরকারি সেবাসমূহ হলো: এজেন্ট/মোবাইল ব্যাংকিং, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ছবি তোলা, ইন্টারনেট ব্রাউজিং, ইমেইল, চাকুরির তথ্য, কম্পোজ, ব্রিটিশ কাউন্সিলের ইংরেজী শিক্ষা, ভিসা আবেদন ও ট্র্যাকিং, ভিডিওতে কনফারেন্সিং, প্রিন্টিং, স্ক্যানিং, ফটোকপি, লেমিনেটিং প্রভৃতি। ইউডিসি’র মূল লক্ষ্য হল ইউনিয়ন পরিষদকে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিনত করা, যাতে এই সব প্রতিষ্ঠান ২০২১ সালের মধ্যে একটি তথ্য ও জ্ঞান-ভিত্তিক দেশ প্রতিষ্ঠায় যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারে। পাশাপাশি এই সব কেন্দ্র সরকারি-বেসরকারি তথ্য ও সেবাসমূহ জনগনের কাছাকাছি নিয়ে যেতে, প্রযুক্তি বিভেদ দূর করতে ও সকল নাগরিককে তথ্য প্রবাহের আধুনিক ব্যবস্থার সাথে যুক্ত করতে সুদুর প্রসারী ভূমিকা রাখতে পারে ।

এরই ধাবাহিকতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর উপরিল্লিখিত কর্মসূচির মাধ্যমে ১০ শতক জায়গায় প্রতিটিতে ৩,০০০ বর্গফুট আয়তনের জমির উপর D-SET (২০টি কম্পিউটারসহ আনুসাংগিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ ১টি কম্পিউটার ল্যাব, ০১টি অফিস রুম, ০১টি সার্ভার রুম, ০১টি মিটিং রুম, ০২টি বাথরুম ইত্যাদি সম্বলিত) স্থাপন করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, D-SET স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর উক্ত সেন্টারটির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, এর কার্যক্রম টেকসই করাসহ সেন্টার পরিচালনা সংক্রান্ত একটি Business Model তৈরীর উদ্যোগ ইতোমধ্যে নেয়া হয়েছে।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলগুলোতে:

- আইসিটিতে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মৌলিক আইসিটির জ্ঞান বিস্তার;
- হাতে কলমে আইসিটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা;
- সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি শিক্ষার উপযুক্ত অবকাঠামো নির্মাণ;
- সরকারি বিভিন্ন ই সেবা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি;

একনজরে ছিটমহল সম্পর্কিত কিছু তথ্য

ক্রমিক নং	জেলার নাম	অধুনালুপ্ত ছিটমহলের সংখ্যা	জনসংখ্যা	প্রাইমারী স্কুল	হাই স্কুল / মাদ্রাসা	কলেজ
১	পঞ্চগড়	৩৬	১৯০২৬	১৬টি	১৮টি	৪টি
২	কুড়িগ্রাম	১২	৮২৩৭	৩টি	৬টি	১টি
৩	লালমনিরহাট	৫৯	৯৭০০	৫টি	৩টি	০
৪	নীলফামারী	০৪	৫৭২	১টি	০	০
	মোট	১১১	৩৭৫৩৫	২৫ টি	২৭ টি	৫ টি

সূত্র: বাংলাদেশ ভারত যৌথ হেড কাউন্টিং ২০১৫

কর্মসূচির প্রধান কার্যক্রমসমূহ :

ক্রমিক	কার্যক্রম
১।	৯০০ জন তরুণ/তরুণীকে Basic ICT Literacy প্রশিক্ষণ প্রদান
২।	৩০০ জন তরুণ/তরুণীকে NTVQF*-এর IT Support Technician বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান
৩।	০৮ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন
৪।	০২ টি সুবিধাজনক স্থানে D-SET সেন্টার স্থাপন

*National Technical & Vocational Qualification Framework

০৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব প্রদান

ক্র নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	ঠিকানা
১	দাসিয়ারছড়া সমন্বয়পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।
২	ধলডাঙ্গা দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়	ভুরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম।
৩	উত্তর গোতামারী আজিমবাজার উচ্চ বিদ্যালয়	হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট
৪	বাঁশকাটা দয়ালটারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	পাটগ্রাম, লালমনিরহাট
৫	ঠেকর পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়।
৬	পাহাড়তলী উচ্চ বিদ্যালয়	পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়।
৭	এন.বি. এল হাজি লুৎফর রহমান উচ্চ বিদ্যালয়	দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।
৮	এন.বি.এল কোট ভাজনী লাল উচ্চ বিদ্যালয়	দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

৫. ঠেকর পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়
শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব

৯০০ জন তরুণ/তরুণীকে Basic ICT Literacy প্রশিক্ষণ

ক্রমিক	জেলা	উপজেলা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
০১	পঞ্চগড়	পঞ্চগড় সদর	১৬০
০২		দেবীগঞ্জ	২০০
০৩		বোদা	৮০
০৪	লালমনিরহাট	লালমনিরহাট সদর	৪০
০৫		হাতীবান্ধা	৪০
০৬		পাটগ্রাম	১৪০
০৭	কুড়িগ্রাম	ফুলবাড়ি	১৮০
০৮		ভুরুঙ্গামারি	৪০
০৯	নীলফামারী	ডিমলা	২০
মোট		০৯টি উপজেলা	৯০০ জন

৯০০ জন তরুণ/তরুণীকে Basic ICT Literacy বিষয়ক ৪৫ টি ব্যাচে স্থাপিত ল্যাবে প্রশিক্ষণ প্রদানের কিছু খন্ড চিত্রঃ

Basic ICT Literacy প্রশিক্ষণের চিত্র

Mofizar Rahman College Closing Ceremony (Batch-11)

৩০০ জন তরুন-তরুনীর IT Support Technician NTVQF(Level-১) প্রশিক্ষণ প্রদান

ক্রমিক	জেলা	উপজেলা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
০১	পঞ্চগড়	পঞ্চগড় সদর	৬০
০২		দেবীগঞ্জ	৬০
০৩		বোদা	২০
০৪	লালমনিরহাট	লালমনিরহাট সদর	২০
০৫		হাতীবান্ধা	-
০৬		পাটগ্রাম	৬০
০৭	কুড়িগ্রাম	ফুলবাড়ি	৬০
০৮		ভুরুঙ্গামারি	২০
০৯	নীলফামারী	ডিমলা	-
মোট		০৯টি উপজেলা	৩০০ জন

IT Support Technician NTVQF(Level-১) প্রশিক্ষণ এর কিছু খন্ড চিত্রঃ (৫ম ও ৬ষ্ঠ ব্যাচ)

০২ টি D-SET (Digital Service Employment and Training) সেন্টার স্থাপন:

১।	মফিজার রহমান কলেজ সংলগ্ন	পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়
২।	**দাসিয়ারছড়া বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন**	**ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম**

স্থাপিতব্য D-SET হতে সম্ভাব্য যে সেবা পাওয়া যাবেঃ

ক্রম	সেবার নাম	ক্রম	সেবার নাম
০১	অনলাইনে জন্ম নিবন্ধন	১৩	স্বাস্থ্য তথ্য/পরামর্শ
০২	ফ্রিলান্সিং ট্রেনিং, বেসিক কম্পিউটার ট্রেনিং	১৪	শিক্ষা তথ্য
০৩	পরীক্ষার ফলাফল যাচাই	১৫	আইন ও মানবাধিকার বিষয়ক তথ্য/পরামর্শ,
০৪	মোবাইল ব্যাংকিং	১৬	নাগরিক সেবা বিষয়ক তথ্য
০৫	জমির পর্চা	১৭	কম্পোজ, প্রিন্টিং, ফটোকপি, লেমিনেটিং ইত্যাদি
০৬	ইন্টারনেট ব্রাউজিং	১৮	বিভিন্ন প্রকার সরকারি ফরম, অনলাইনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি
০৭	বিদ্যুৎ বিল গ্রহন	১৯	ছবি তোলা, প্রজেক্টর ভাড়া, মেইলিং ইত্যাদি
০৮	সাইবার ক্যাফে/ফ্রিল্যান্সিং ট্রেইনিং সেন্টার	২০	সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন ই-সেবা প্রদান
০৯	ফ্রি- ওয়াই-ফাই ব্যবস্থা	২১	মোবাইল রিচার্জ
১০	খাতা কলমসহ যাবতীয় স্টেশনারি সামগ্রী বিক্রয়	২২	প্রিন্টিং কাগজ, ফাইল , ফোল্ডার ইত্যাদি বিক্রয় করা হয়।
১১	নামজারির আবেদন করা	২৩	ই-মেইল করা হয়।
১২	শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।	২৪	

এছাড়াও অন্যান্য ডিজিটাল সেবা প্রদান করা যাবে ।

D-SET সেন্টার তৈরি (০২টি)

D-SET -এর যন্ত্রাংশসমূহ

- ✓ ডেস্কটপ কম্পিউটার (২০ টি)
- ✓ ল্যাপটপ কম্পিউটার (১ টি)
- ✓ ইউপিএস (২৩ টি)
- ✓ প্রজেক্টর (১ টি)
- ✓ লেজার প্রিন্টার (১ টি)
- ✓ ইঙ্কজেট প্রিন্টার (১ টি, কালার)
- ✓ স্ক্যানার (১ টি)
- ✓ নেটওয়ার্ক সুইচ (১ টি)
- ✓ ওয়্যারলেস রাউটার (১ টি)
- ✓ ওয়্যারলেস মডেম (৫ টি)
- ✓ স্পিকার (২:১) (১ টি)
- ✓ লেমিনেটিং মেশিন (১ টি)
- ✓ ফটোকপিয়ার (১ টি)
- ✓ জেনারেটর (১ টি)
- ✓ ডিজিটাল ক্যামেরা (১ টি)
- ✓ আসবাবপত্র ইত্যাদি

ডিজিটাল সেন্টারের আর্কিটেকচারাল ডিজাইনঃ

PERSPECTIVE VIEW

পঞ্চগড়ের সদর উপজেলার অন্তর্ভূক্ত সদ্য বিলুপ্ত গাড়াতি ছিটমহলে মফিজার রহমান ডিগ্রি কলেজ মাঠে Digital service employment and training centre (D-set) নির্মাণ কাজের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ভিত্তিপ্রস্তর ফলক উন্মোচন করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি।

কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

কার্যক্রম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন	০৮ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।
Basic ICT Literacy প্রশিক্ষণ প্রদান	৯০০ জন তরুণ/তরুণীকে Basic ICT Literacy বিষয়ে ১২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
(NTVQF Level-1) প্রশিক্ষণ প্রদান	৩০০ জন তরুণ/তরুণীকে NTVQF*-এর IT Support Technician (NTVQF Level-1) বিষয়ে ৭৮ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
D-SET স্থাপনের কার্যক্রম	মফিজার রহমান কলেজ সংলগ্ন, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়-এ ০১টি এবং দাসিয়ারছড়া বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রামে ০১টি সহ মোট ০২(দুই) টি D-SET স্থাপনের কার্যক্রম চলমান। i) ইতোপূর্বেই পূর্ত কাজ মনিটরিং এর লক্ষ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে মনিটরিং টীম গঠন করা হয়েছে এবং মনিটরিং টীম মনিটরিং করে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করেছেন। কোভিড-১৯ এর প্রাদূর্ভাবজনিত কারণে স্বল্প নির্মাণ শ্রমিক নিয়েও D-SET নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। বিশ্বব্যাপী কোভিড- ১৯এর প্রাদূর্ভাবজনিত কারণে শ্রমিক স্বল্পতা এবং নির্মাণ সামগ্রীর অপ্রতুলতাহেতু নির্ধারিত সময় জুন ২০২০ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব না হওয়ায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক কর্মসূচির মেয়াদ ০৬ মাস বৃদ্ধি করা হয়। ii) ০২টি D-SET সেন্টারের জন্য e-GP মাধ্যমে কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক এবং আসবাবপত্র ক্রয়ের ই-টেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। দুটি D-SET-এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর মালামাল সরবরাহ করা হবে।

D-SET সেন্টারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

D-SET স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর উক্ত সেন্টারটির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, এর কার্যক্রম টেকসই করাসহ সেন্টার পরিচালনা সংক্রান্ত একটি Business Model তৈরীর উদ্যোগ ইতোমধ্যে নেয়া হয়েছে।

D-SET সেন্টারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বর্তমানে সকল সিটি-কর্পোরেশন, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদে একটি করে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) রয়েছে। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার স্থাপিত হয়েছে পিপিপিপি (পাবলিক-প্রাইভেট-পিপলস পার্টনারশীপ) মডেলের উপর ভিত্তি করে। প্রতিটি ইউডিসিতে দু'জন করে স্থানীয় তরুন উদ্যোক্তা রয়েছে, যাদের মধ্যে একজন পুরুষ ও একজন নারী। স্থানীয় সরকার বিভাগের নেতৃত্বে এ উদ্যোক্তারাই ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার পরিচালনা করে থাকেন। ইউডিসি'র উল্লেখযোগ্য সরকারি সেবাসমূহ হলো: জমির পর্চা, জীবন বীমা, পল্লী বিদ্যুতের বিল পরিশোধ, সরকারি ফরম, পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল, অনলাইনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, অনলাইন জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, ভিজিএফ-ভিজিডি তালিকা, নাগরিক সনদ, নাগরিক আবেদন, কৃষি তথ্য, স্বাস্থ্য পরামর্শ প্রভৃতি। বেসরকারি সেবাসমূহ হলো: এজেন্ট/মোবাইল ব্যাংকিং, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ছবি তোলা, ইন্টারনেট ব্রাউজিং, ইমেইল, চাকুরির তথ্য, কম্পোজ, ব্রিটিশ কাউন্সিলের ইংরেজী শিক্ষা, ভিসা আবেদন ও ট্র্যাকিং, ভিডিওতে কনফারেন্সিং, প্রিন্টিং, স্ক্যানিং, ফটোকপি, লেমিনেটিং প্রভৃতি। পাশাপাশি **D-SET সেন্টার** সরকারি-বেসরকারি তথ্য ও সেবাসমূহ জনগনের কাছাকাছি নিয়ে যেতে, প্রযুক্তি বিভেদ দূর করতে ও সকল নাগরিককে তথ্য প্রবাহের আধুনিক ব্যবস্থার সাথে যুক্ত করতে সুদুর প্রসারী ভূমিকা রাখতে পারে ।

D-SET সেন্টারের টেকসইকরণ পরিকল্পনা

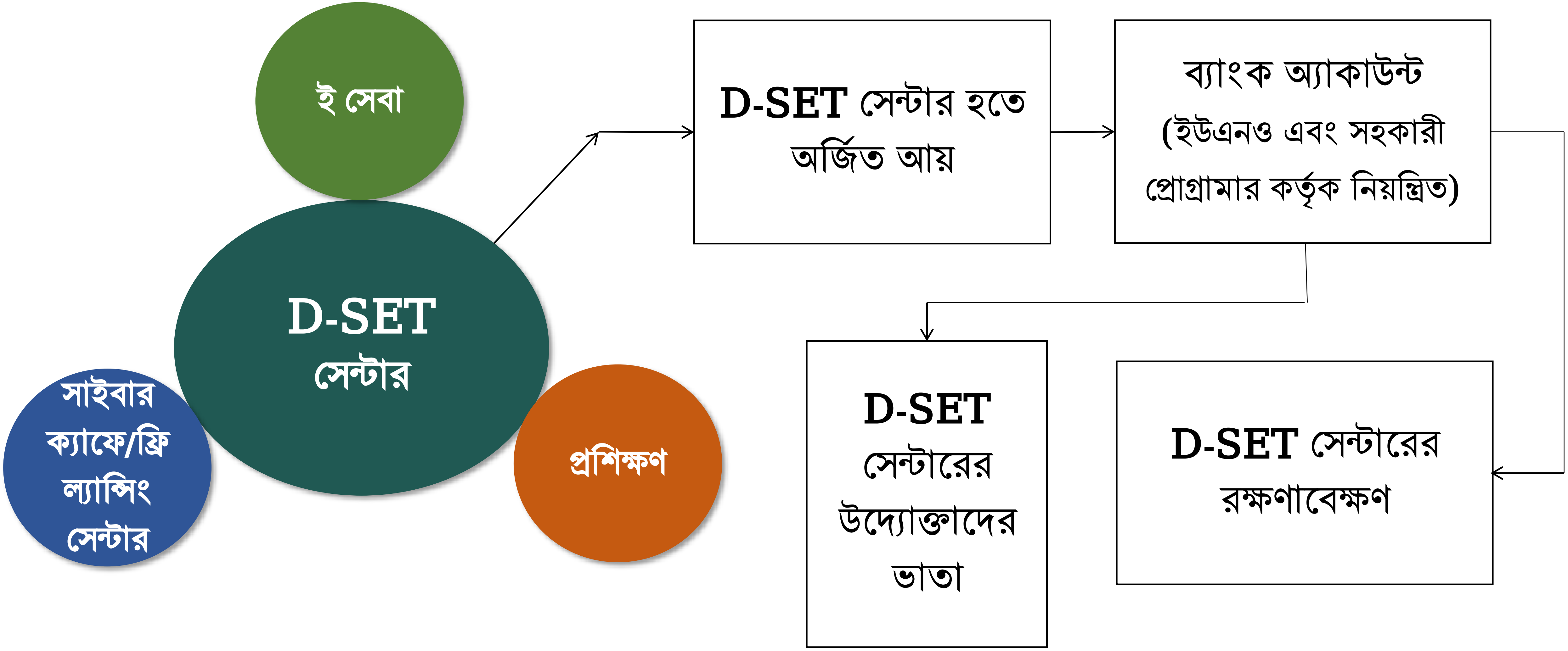

D-SET সেন্টারের ফলাফল:

- ছিটমহলভুক্ত এলাকার সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মাঝে ডিজিটালাইজেশনের সুফল আনয়ন;
- তরুণ জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থানের জন্য যুগোপযোগী আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদান;
- প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো স্থাপনের মাধ্যমে নিয়মিত প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি;
- **D-SET** সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে ছিটমহলভুক্ত এলাকায় সরকারি বিভিন্ন ই-সেবা গ্রহণ ও প্রশিক্ষণের সুযোগ তৈরি হবে;

ডিজাইন ও প্রাক্কলন চূড়ান্তকরণ কমিটির সভার আলোচ্য বিষয়

(১) জিপসাম বোর্ডের পরিবর্তে পিভিসি বোর্ড ব্যবহারঃ

দরপত্র সিডিউল মোতাবেক চালার নীচে জিপসাম বোর্ডের অপশন রয়েছে। কিন্তু চালার নীচে জিপসাম বোর্ড ব্যবহার করলে বৃষ্টির পানি ঢুকে দ্রুত নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই, সংশ্লিষ্ট পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জিপসাম বোর্ডের পরিবর্তে পিভিসি বোর্ড ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং এতে কোন ব্যয় বৃদ্ধি হবে না।

(২) সিমেন্ট সিট-এর পরিবর্তে জুট ফাইবার অথবা সিনথেটিক ফাইবার সিট ব্যবহারঃ

উপরের চালায় সিমেন্টের তৈরী সিট ব্যবহার করার প্রভিশন রাখা হয়েছে যা ভংগুর এবং দীর্ঘস্থায়ী নয়। তাই সিমেন্টের তৈরী সিট-এর পরিবর্তে অধিক স্থায়ীত্বের (২৫-৩০ বছর) জুট ফাইবার অথবা সিনথেটিক ফাইবার সিট ব্যবহার করা হলে তা' সিমেন্ট সিট এর তুলনায় অনেক বেশি টেকসই হবে এবং নির্মাণ ব্যয়ও বৃদ্ধি পাবে না।